

# সপ্তদশ অধ্যায়

## কালিয়ের ইতিহাস

কালিয় কিভাবে সপ্তদীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং বৃন্দাবনের ঘুমস্ত অধিবাসীরা কিভাবে দাবানল থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন, তা এই অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

কালিয়ের নাগালয় রমণক দীপ পরিত্যাগ এবং গরুড় কেন তার প্রতি শক্রতাপূর্ণ আচরণ করতেন, সেই বিষয়ে পরীক্ষিং মহারাজ যখন প্রশ্ন করলেন, তখন শ্রীল শুকদেব গোস্বামী তার উত্তরে বললেন—নাগালয়ের সমস্ত সর্পরা গরুড়ের ভক্ষণের ভয়ে ভীত থাকত। তাঁকে শান্ত করার উদ্দেশ্যে প্রতি মাসে তারা একটি অশ্বথ গাছের নীচে তাঁর জন্য বিভিন্ন বলি রেখে আসত। কিন্তু গর্বস্ফীত কালিয় স্বয়ং সেই সমস্ত বলি ভক্ষণ করত। এই কথা শ্রবণ করে, গরুড় অত্যন্ত ত্রুট্টি হয়ে কালিয়কে হত্যা করার জন্য গমন করলে, সেই বৃহৎ পক্ষীকে কালিয় দংশন করতে লাগল। তখন গরুড় তাঁর ডানা দিয়ে কালিয়কে প্রচঙ্গভাবে আঘাত করে তাকে প্রাণভয়ে ঘমুনা নদীর সংলগ্ন হুদে পালিয়ে যেতে বাধ্য করলেন।

এই ঘটনার পূর্বে গরুড় একবার ঘমুনায় এসে মৎস্য ভক্ষণ করেছিলেন। সৌভাগ্য তাঁকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করলেন, কিন্তু অত্যন্ত ক্ষুধার্ত গরুড় ঝুঁঁঝির নিয়েধ অগ্রাহ্য করেছিলেন। তখন ঝুঁঁঝি গরুড়কে এই অভিশাপ দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি পুনরায় কখনও সেখানে আসেন, তবে তৎক্ষণাতঃ তাঁর মৃত্যু হবে। কালিয় এই অভিশাপ ওন্তে পেয়েছিল, তাই সে নির্ভয়ে সেখানে বাস করছিল। পরিশেষে, যেভাবেই হোক, সে শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিতাড়িত হয়েছিল।

শ্রীবলরাম এবং বৃন্দাবনের সকল অধিবাসীরা যখন শ্রীকৃষ্ণকে বিবিধ রক্ত ও অলঙ্কারে সুশোভিত হয়ে হৃদ থেকে উঠে আসতে দেখলেন, তখন মহা আনন্দে তাঁরা তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। শুরুদেব, পুরোহিত ও পাণ্ডিত ব্রাহ্মণেরা সেই সময় গোপরাজ নন্দ মহারাজকে বলেছিলেন যে, যদিও তাঁর পুত্র কালিয়ের আবেষ্টনে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু রাজাৰ সৌভাগ্যের ফলে সে এখন পুনরায় মুক্ত হয়েছে।

বৃন্দাবনের অধিবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও পরিশ্রমের দ্বারা অত্যন্ত ক্লান্ত ছিলেন, তাই সেই রাত্রিটি তাঁরা ঘমুনার তীরে অতিবাহিত করেন। মধ্য রাত্রিতে গ্রীষ্মে শুষ্ক অরণ্যের মধ্যে দাবানল জুলে উঠল। আগুন নির্দ্রিত বৃন্দাবনবাসীগণকে বেষ্টন করলে, তারা সহসা জেগে উঠে পরিগ্রামের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে ছুটে গোলেন। তখন অনন্ত শক্তিধর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁর প্রিয় স্বজন ও সখাদের অত্যন্ত বিপদ দেখে, তৎক্ষণাত সেই ভয়ানক দাবানলকে পান করলেন।

শ্লোক ১  
শ্রীরাজোবাচ

নাগালয়ং রমণকং কথং তত্যাজ কালিযঃ ।

কৃতং কিং বা সুপর্ণস্য তেনেকেনাসমঞ্জসম্ ॥ ১ ॥

**শ্রীরাজা উবাচ**—রাজা বললেন; নাগ—সর্পদের; আলয়ম्—আলয়; রমণকম্—রমণক নামক দ্বীপ; কথম্—কেন; তত্যাজ—পরিত্যাগ করেছিলেন; কালিযঃ—কালিয়; কৃতম্—কৃত; কিম্ বা—এবং কেন; সুপর্ণস্য—গরুড়ের; তেন—তার (কালিয়ের) সঙ্গে; একেন—একাকী; অসমঞ্জসম্—শক্রতা।

অনুবাদ

[শ্রীকৃষ্ণ কিভাবে কালিয় দমন করেছিলেন তা শ্রবণ করে,] মহারাজ পরীক্ষিঃ  
জিজ্ঞাসা করলেন—কালিয় কেন নাগালয় রমণক দ্বীপ পরিত্যাগ করেছিল এবং  
গরুড়ই বা কেন তার প্রতি এত শক্র ভাবাপন্ন হয়েছিলেন ?

শ্লোক ২-৩  
শ্রীশুক উবাচ

উপহার্যঃ সর্পজনৈর্মাসি মাসীহ যো বলিঃ ।

বানস্পত্যো মহাবাহো নাগানাং প্রাঙ্গনিরূপিতঃ ॥ ২ ॥

স্বং স্বং ভাগং প্রযচ্ছন্তি নাগাঃ পর্বণি পর্বণি ।

গোপীথায়াত্মনঃ সর্বে সুপর্ণায় মহাত্মনে ॥ ৩ ॥

**শ্রীশুকঃ উবাচ**—শুকদেব গোস্বামী বললেন; উপহার্যঃ—উপহার নিবেদনে যারা  
যোগা; সর্পজনৈঃ—সর্পজাতির দ্বারা; মাসি মাসি—প্রতি মাসে; ইহ—এখানে  
(নাগালয়ে); যঃ—যে; বলিঃ—ভক্ষ্য উপহার; বানস্পত্যঃ—বৃক্ষমূলে; মহা বাহো—  
হে মহাভূজ পরীক্ষিঃ; নাগানাম—নাগদের জন্য; প্রাক—পূর্বে; নিরূপিতঃ—নির্ধারিত;  
স্বম্ স্বম্—প্রত্যেকে তাদের নিজ নিজ; ভাগম—অংশ; প্রযচ্ছন্তি—তারা প্রদান করত;  
নাগাঃ—সর্পগণ; পর্বণি পর্বণি—প্রতিমাসে একবার; গোপীথায়—সুরক্ষার জন্য;  
আত্মনঃ—নিজেদের; সর্বে—তাদের সকলে; সুপর্ণায়—গরুড়কে; মহা-আত্মনে—  
শক্তিশালী।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—গরুড়ের দ্বারা ভক্ষণ থেকে নিষ্কৃতির জন্য  
সর্পগণ পুর্বেই তাঁর সঙ্গে একটি বন্দোবস্তু করেছিল যে, তারা প্রত্যেকে মাসে

মাসে এক বৃক্ষমূলে উপহার নিবেদন করবে। সেই অনুযায়ী প্রত্যেক মাসে নির্দিষ্ট দিনে, হে মহাভূজ রাজা পরীক্ষিৎ, প্রতিটি সর্প আত্মরক্ষার বিনিময়ে সেই শক্তিশালী বিষুবাহন গরুড়ের উদ্দেশ্যে যথাসময়ে তার উপহার প্রদান করত।

### তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামী এই শ্লোকের একটি অন্য রকম ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। উপহার্যেং শব্দটি ‘যারা ভক্ষ্য তাদের দ্বারা’ এবং সপ্রজনৈং শব্দটি ‘যারা সপ্রজাতি দ্বারা শাসিত অথবা যারা সপ্রজাতিভুক্ত সেই সমস্ত মানুষেরা’ এভাবেও অনুদিত হতে পারে। এই পাঠ অনুসারে, একটি মানবগোষ্ঠী সর্পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে পড়েছিল এবং সর্পদের মধ্যে মানুষ ভক্ষণের প্রবণতা ছিল। সর্পদের ভক্ষণ এড়ানোর জন্য মানুষেরা মাসে মাসে সর্পদের উপহার প্রদান করত এবং সেই উপহারের একটি অংশ সর্পরা গরুড়কে পালাত্রন্মে প্রদান করত যাতে তিনি তাদের ভক্ষণ না করেন। উপরোক্ত নির্দিষ্ট অনুবাদটি শ্রীল সনাতন গোস্বামীর ভাষ্য এবং শ্রীল প্রভুপাদ অনুদিত লীলা পুরাণোত্তম শ্রীকৃষ্ণ প্রস্ত্রের ভিত্তিতে প্রদত্ত হয়েছে। যাই হোক, সকল আচার্যই একমত যে, সর্পেরা গরুড়ের কাছ থেকে সুরক্ষা অর্জন করেছিল।

### শ্লোক ৪

বিষবীর্যমদাবিষ্টঃ কাদ্রবেয়স্ত কালিযঃ ।

কদর্থীকৃত্য গরুডঃ স্বযং তং বুভুজে বলিম ॥ ৪ ॥

বিষ—তার বিষের জন্য; বীর্য—এবং তার বল; মদ—মস্ত হয়ে; আবিষ্টঃ—আবিষ্ট; কাদ্রবেয়ঃ—কদ্রপুত্র; তু—অপরপক্ষে; কালিযঃ—কালিয়; কদর্থীকৃত্য—অবজ্ঞা করে; গরুড়ম্—গরুড়কে; স্বযং—নিজে; তম—সেই; বুভুজে—ভক্ষণ করত; বলিম—নৈবেদ্য।

### অনুবাদ

যদিও অন্য সকল সর্প কর্তব্যবোধে গরুড়কে নৈবেদ্য নিবেদন করছিল, কিন্তু— গরুড় তা দাবি করার আগেই একটি সর্প—কদ্রপুত্র উদ্ধত কালিয় সমস্ত নৈবেদ্য ভক্ষণ করে ফেলত। এভাবেই ভগবান শ্রীবিষুব বাহন গরুড়কে কালিয় প্রত্যক্ষভাবে অগ্রাহ্য করেছিল।

### শ্লোক ৫

তচ্ছুদ্ধা কুপিতো রাজন् ভগবান্ ভগবৎপ্রিযঃ ।

বিজিঘাঃসুর্মহাবেগঃ কালিযঃ সমুপাদ্রবৎ ॥ ৫ ॥

তৎ—তা; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; কৃপিতঃ—ত্রুটি; রাজন्—হে রাজন्; ভগবান्—মহা শক্তিধর গরুড়; ভগবৎ-প্রিযঃ—পরমেশ্বর ভগবানের প্রিয় ভক্ত; বিজিঘাঃসুঃ—বধ করার কামনা করে; মহাবেগঃ—প্রচণ্ড বেগে; কালিয়ম্—কালিয়ের দিকে; সমুপাদ্রবৎ—তিনি ধাবিত হলেন।

### অনুবাদ

হে রাজন্, এই কথা শ্রবণ করে, পরমেশ্বর ভগবানের অভ্যন্ত প্রিয় মহা শক্তিধর গরুড় ত্রুটি হয়ে উঠলেন। কালিয়কে বধের কামনা করে, মহাবেগে তিনি সেই সর্পের দিকে ধাবিত হলেন।

### তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী বর্ণনা করছেন যে, মহাবেগ শব্দটি দ্বারা এই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, গরুড়ের প্রচণ্ড বেগ কেউ রোধ করতে পারে না।

### শ্লোক ৬

তমাপতন্তঃ তরসা বিষায়ুধঃ

প্রত্যভ্যযাদুখিতনৈকমন্তকঃ ।

দক্ষিঃ সুপর্ণঃ ব্যদশদদায়ুধঃ

করালজিহৌচ্ছসিতোগ্রলোচনঃ ॥ ৬ ॥

তম—তাকে, গরুড়কে; আপতন্তম—আসতে দেখে; তরসা—দ্রুতবেগে; বিষ—বিষের; আয়ুধঃ—যে অস্ত্র ধারণ করেছিল; প্রতি—দিকে; অভ্যযাঃ—ধাবিত হল; উখিত—উখিত; ন এক—অনেক; মন্তকঃ—তার মন্তকসমূহ; দক্ষিঃ—তার দন্ত দ্বারা; সুপর্ণম—গরুড়কে; ব্যদশঃ—সে দংশন করল; দদায়ুধঃ—যার বিষদাঁতগুলি অস্ত্রস্বরূপ; করাল—ভয়কর; জিহু—তার জিহাগুলি; উচ্ছসিত—বিস্তারিত; উগ্র—এবং উগ্র; লোচনঃ—তার চক্ষুগুলি।

### অনুবাদ

যেই মাত্র গরুড় দ্রুতবেগে তার উপর পতিত হল, তখনই বিষের অস্ত্রধারী কালিয় প্রতি-আক্রমণের জন্য তার অসংখ্য মন্তক উখিত করল। তার ভয়কর জিহাগুলি প্রদর্শন করে এবং তার উগ্র চক্ষুগুলি বিস্তার করে, কালিয় তৎক্ষণাত তার বিষদাঁতরূপ অস্ত্রের দ্বারা গরুড়কে দংশন করতে লাগল।

### তাৎপর্য

আচার্যগণ ব্যাখ্যা করেছেন যে, দূর থেকে তার শক্তির উপর বিষ নিষ্কেপ করে এবং সামনের থেকে তার ভয়কর বিষদাঁত দিয়ে দংশন করে কালিয় তার বিষরূপ অস্ত্র প্রয়োগ করত।

## শ্লোক ৭

তৎ তাৰ্ক্ষ্যপুত্ৰঃ স নিৱস্য মন্যমান्

প্ৰচণ্ডবেগো মধুসূদনাসনঃ ।

পক্ষেণ স্বেন হিৱণ্যরোচিষা

জয়ান কদ্রসুতমুগ্রবিক্রমঃ ॥ ৭ ॥

তম—তাকে, কালিয়কে; তাৰ্ক্ষ্যপুত্ৰঃ—কশ্যপের পুত্ৰ; সঃ—তিনি, গুরুড়; নিৱস্য—নিবাৰিত কৱে; মন্যমান—অত্যন্ত ক্রেধে; প্ৰচণ্ডবেগঃ—প্ৰচণ্ডবেগে; মধুসূদনাসনঃ—ভগবান মধুসূদন বা কৃষ্ণের বাহন; পক্ষেণ—তাঁৰ ডানার দ্বাৰা; স্বেন—বাম; হিৱণ্য—স্বর্ণের মতো; রোচিষা—যার উজ্জ্বলতা; জয়ান—তিনি আঘাত কৱলেন; কদ্রসুতম—কদ্ৰ-পুত্ৰ (কালিয়কে); উগ্র—ভীষণ; বিক্রমঃ—পৱাৰ্ত্তন।

## অনুবাদ

কালিয়ের আক্ৰমণ প্ৰতিহত কৱাৰ জন্য ত্ৰুটি তাৰ্ক্ষ্যপুত্ৰ প্ৰচণ্ডবেগে ধাৰিত হলেন।  
ভগবান মধুসূদনেৰ সেই ভীষণ শক্তিশালী বাহন সুৰৰ্ণেৰ মতো উজ্জ্বল তাঁৰ বাম  
ডানার দ্বাৰা কদ্ৰপুত্ৰকে আঘাত কৱলেন।

## শ্লোক ৮

সুপৰ্ণপক্ষাভিহতঃ কালিয়োহতীব বিহুলঃ ।

হৃদং বিবেশ কালিন্দ্যাস্তদগম্যং দুৱাসদম্ ॥ ৮ ॥

সুপৰ্ণ—গুৰুড়েৰ; পক্ষ—ডানার দ্বাৰা; অভিহতঃ—আহত; কালিয়—কালিয়;  
অতীব—অত্যন্ত; বিহুলঃ—বিহুল; হৃদম—একটি হৃদে; বিবেশ—সে প্ৰবেশ কৱল;  
কালিন্দ্যাঃ—যমুনা নদীৰ; তৎ-অগম্যম—গুৰুড়েৰ অগম্য; দুৱাসদম—প্ৰবেশ কৱা  
কষ্টসাধ্য।

## অনুবাদ

গুৰুড়েৰ পক্ষাঘাতে কালিয় অত্যন্ত বিহুল হয়ে যমুনা নদীৰ সংলগ্ন একটি হৃদে  
আশ্রয় গ্ৰহণ কৱল। গুৰুড় সেই হৃদে প্ৰবেশ কৱতে পাৱত না। বন্তত, সেই  
দিকে অগ্ৰসৱ হতেও সে পাৱত না।

## শ্লোক ৯

ত্ৰৈকদা জলচৱং গুৰুড়ো ভক্ষ্যমীল্লিতম্ ।

নিবাৰিতঃ সৌভৱিণা প্ৰসহ্য ক্ষুধিতোহহৱৎ ॥ ৯ ॥

তত্—সেখানে (সেই হুদে); একদা—একবার; জল-চরণ—একটি জলচর জীব; গরুডঃ—গরুড়; ভক্ষ্যম—তাঁর সঠিক খাদ্য; ঈঙ্গিতম—আকাঙ্ক্ষিত; নিবারিতঃ—নিষিদ্ধ; সৌভরিণ—সৌভরি মুনির দ্বারা; প্রসহ—বলপূর্বক; ক্ষুধিতঃ—ক্ষুধার্ত হয়ে; অহরৎ—তিনি প্রাহ্ণ করেছিলেন।

### অনুবাদ

একবার সেই হুদে গরুড় তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য মৎস্য ভক্ষণের আকাঙ্ক্ষা করেছিলেন। সেখানে জলের অভ্যন্তরে ধ্যানস্থ সৌভরি মুনি দ্বারা নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও, সাহস করে গরুড় ক্ষুধার্ত হয়ে বলপূর্বক মৎস্যটি হরণ করেছিলেন।

### তাৎপর্য

গরুড় কেন যমুনা নদীর সংলগ্ন হুদের দিকে যেতে পারতেন না, তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামী এখন বিশ্লেষণ করছেন। পাখিদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য মৎস্য ভক্ষণ করা এবং এভাবেই ভগবানের ব্যবস্থাপনায় মৎস্য ভক্ষণের দ্বারা নিজেকে পরিপোষণ করে প্রকাণ্ড পক্ষী গরুড় কোনও অপরাধ করেননি। পক্ষান্তরে, সৌভরি মুনি একজন অত্যন্ত মহান ব্যক্তিত্বকে তাঁর স্বাভাবিক খাদ্য থেতে নিষেধ করে অপরাধ করেছিলেন। শ্রীল বিশ্বনাথ চত্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, সৌভরি দুটি অপরাধ করেছিলেন—প্রথমত, তিনি গরুড়ের মতো পরম উন্নত স্তরের আত্মাকে নির্দেশ দানের সাহস করেছিলেন এবং দ্বিতীয়ত, তিনি গরুড়কে তাঁর আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিসাধনে বাধা দিয়েছিলেন।

### শ্লোক ১০

মীনান্ম সুদুঃখিতান্ম দৃষ্ট্বা দীনান্মীনপতৌ হতে ।  
কৃপয়া সৌভরিঃ প্রাহ তত্ত্বক্ষেমমাচরন ॥ ১০ ॥

মীনান্ম—মৎস্যদেরকে; সু-দুঃখিতান্ম—অত্যন্ত দুঃখিত; দৃষ্ট্বা—দেখে; দীনান্ম—হতভাগ্য; মীন-পতৌ—মাছদের পতি; হতে—হত হলে; কৃপয়া—অনুকম্পাবশত; সৌভরিঃ—সৌভরি; প্রাহ—বললেন; তত্ত্ব—সেখানকার বসবাসকারীদের; ক্ষেমম—কল্যাণের জন্য; মাচরন—বিধিবদ্ধ করার জন্য প্রয়াস করে।

### অনুবাদ

তাদের নেতার মৃত্যুতে সেই হুদের হতভাগ্য মৎস্যগণ কি রকম দুঃখিত হয়েছিল তা দর্শন করে, কৃপাপরবশ হয়ে সেই হুদের অধিবাসীদের কল্যাণের জন্য আচরণ করছেন এই মনোভাব নিয়ে, সৌভরি নিম্নোক্ত অভিশাপ উচ্চারণ করলেন।

### তাৎপর্য

এই বিষয়ে শ্রীজ বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করেছেন যে, আমাদের তথ্যকথিত অনুকূলস্থা ধর্মে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে না। তখন তা কেবল বিশৃঙ্খলারই কারণ হয়। সৌভাগ্য যেহেতু সেই হৃদে গরুড়ের আসা নিষিদ্ধ করেছিলেন, তাই কালিয় তার স্থান পরিবর্তন করে সেখানে তার প্রধান কার্যালয় গড়ে তুলল এবং তার ফলে সেই হৃদের সমস্ত অধিবাসীদেরই অবশ্যস্তাবী সর্বনাশের ফল উৎপন্ন হল।

### শ্লোক ১১

**অত্র প্রবিশ্য গরুড়ো যদি মৎস্যান্ স খাদতি ।  
সদ্যঃ প্রাণৈর্বিষ্যুজ্যেত সত্যমেতদ্ ব্রৌম্যহম্ ॥ ১১ ॥**

অত্র—এই হৃদের মধ্যে; প্রবিশ্য—প্রবেশ করে; গরুড়ঃ—গরুড়; যদি—যদি; মৎস্যান্—মৎস্য; সঃ—সে; খাদতি—ভক্ষণ করে; সদ্যঃ—তৎক্ষণাত; প্রাণঃ—তার প্রাণ; বিষ্যুজ্যেত—হানি হবে; সত্যম্—সত্য; এতৎ—এই; ব্রৌমি—বলছি; অহম্—আমি।

### অনুবাদ

গরুড় যদি আর কখনও এই হৃদে প্রবেশ করে এখানে মৎস্য ভক্ষণ করে, সে তৎক্ষণাত তার প্রাণ হারাবে। এই আমি সত্যই বলছি।

### তাৎপর্য

এই বিষয়ে আচার্যগণ বিশ্লেষণ করেছেন যে, একটি মাছের প্রতি সৌভাগ্য মুনির জাগতিক আসক্তি ও স্নেহের জন্য তিনি পরিষ্ঠিতিকে পারমার্থিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। শ্রীমত্তাগবতের নবম স্কন্দে এই অপরাধের জন্য তাঁর পতনের বর্ণনা করা হয়েছে। মিথ্যা অহঙ্কারের জন্য, সৌভাগ্য মুনি তাঁর তপস্যার শক্তি এবং সেই সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য ও আনন্দ হারিয়েছিলেন। গরুড় যখন যমুনায় এসেছিলেন, সৌভাগ্য মুনি ভেবেছিলেন, “হতে পারে সে পরমেশ্বর ভগবানের একজন ব্যক্তিগত পার্যদ, তবুও আমি তাকে অভিশাপ দেব এবং এমন কি সে যদি আমার নির্দেশ আমান্ত করে আমি তাকে হত্যা করব।” একজন উন্নত বৈষ্ণবের বিরুদ্ধে এই ধরনের অপরাধজনক মনোভাব নিশ্চিতভাবে তার জীবনের শুভ স্থিতি বিলাশ করে।

নবম স্কন্দে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সৌভাগ্য মুনি অনেক সুন্দরী রমণীকে বিবাহ করেছিলেন এবং তাঁদের সাহচর্যে ভীষণ দুর্দশা ভোগ করেছিলেন। কিন্তু যেহেতু

তিনি শ্রীবৃন্দাবনের যমুনা নদীর আশ্রয় প্রহণ করে একবার মহিমান্বিত হয়েছেন, তাই শেষ পর্যন্ত তিনি উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

### শ্ল�ক ১২

তৎ কালিযঃ পরং বেদ নান্যঃ কশ্চন লেলিহঃ ।  
অবাঞ্সীদ্ গরুড়াদ্ ভীতঃ কৃষেন চ বিবাসিতঃ ॥ ১৪ ॥

তৎ—সেই; কালিযঃ—কালিয়; পরম—কেবলমাত্র; বেদ—জ্ঞানত; ন—না; অন্যঃ—অন্য; কশ্চন—কোনও; লেলিহঃ—সর্প; অবাঞ্সীৎ—সে বাস করছিল; গরুড়াৎ—গরুড়ের; ভীতঃ—ভয়ে; কৃষেন—কৃষ্ণের দ্বারা; চ—এবং; বিবাসিতঃ—নির্বাসিত হয়েছিল।

### অনুবাদ

সকল সর্পের মধ্যে কেবলমাত্র কালিয় এই ঘটনা জ্ঞানত এবং গরুড়ের ভয়ে সেই যমুনা হুদে তার নিবাস সে নিয়ে এসেছিল। পরে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বিভাড়িত করেন।

### শ্লোক ১৩-১৪

কৃষং হৃদাদ বিনিষ্ক্রান্তং দিব্যশ্রগগন্ধবাসসম্ ।  
মহামণিগণাকীর্ণং জামুনদপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৩ ॥  
উপলভ্যোথিতাঃ সর্বে লক্ষ্মাণা ইবাসবঃ ।  
প্রমোদনিভৃতাঞ্চানো গোপাঃ প্রীত্যাভিরেভিরে ॥ ১৪ ॥

কৃষং—শ্রীকৃষ্ণ; হৃদাদ—হৃদের ভিতর থেকে; বিনিষ্ক্রান্তম्—নির্গত হয়ে; দিব্য—দিব্য; শ্রক—মাল্য; গন্ধ—গন্ধ; বাসসম্—এবং বস্ত্র ধারণ করে; মহা-মণি-গণ—অনেক সুন্দর রংগের দ্বারা; আকীর্ণম্—আচ্ছাদিত; জামুনদ—স্বর্ণের দ্বারা; পরিষ্কৃতম্—সুশোভিত; উপলভ্য—দেখে; উথিতাঃ—উথিত হয়ে; সর্বে—তাঁরা সকলে; লক্ষ্মাণাঃ—তাঁদের প্রাণ ফিরে পেয়েছেন; ইব—ঠিক যেন; অসবঃ—ইন্দ্রিয়গুলি; প্রমোদ—আনন্দে; নিভৃত-আঞ্চানঃ—পরিপূর্ণ হয়ে; গোপাঃ—গোপগণ; প্রীত্যা—প্রীতির সঙ্গে; অভিরেভিরে—তাঁকে আলিঙ্গন করলেন।

### অনুবাদ

[কৃষ্ণের কালিয় দমনের বর্ণনা পুনরায় আরম্ভ করে শুকদেব গোস্বামী বলতে লাগলেন—] দিব্য মাল্য, গন্ধ ও বস্ত্র ধারণ করে, অনেক সুন্দর রংগের দ্বারা আচ্ছাদিত এবং স্বর্ণের দ্বারা সুশোভিত হয়ে কৃষ্ণ হৃদের ভিতর থেকে নির্গত হলেন। গোপগণ যখন তাঁকে দেখলেন, তখন অচেতন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়গুলি যেমন জীবন

ফিরে পায়, ঠিক তেমনভাবেই তাঁরা সকলে তৎক্ষণাত্মে উঠে দাঁড়ালেন। মহানন্দে পূর্ণ হয়ে তাঁরা তাঁকে প্রতিপূর্ণভাবে আলিঙ্গন করলেন।

### শ্লোক-১৫

যশোদা রোহিণী নন্দো গোপ্যো গোপাশ্চ কৌরব ।  
কৃষ্ণং সমেত্য লক্ষেহা আসন্ত শুঙ্খা নগা অপি ॥ ১৫ ॥

যশোদা রোহিণী নন্দঃ—যশোদা, রোহিণী ও নন্দ মহারাজ; গোপ্যঃ—গোপরমণীগণ; গোপাঃ—গোপগণ; চ—এবং; কৌরব—হে কুরুবংশজ পরীক্ষিণ; কৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ; সমেত্য—মিলিত হয়ে; লক্ষ—পুনরায় প্রাপ্ত; ইহাঃ—তাঁদের চেতন ক্রিয়া; আসন্ত—তাঁরা হয়েছিল; শুঙ্খাঃ—শুঙ্খ; নগাঃ—বৃক্ষসমূহ; অপি—এমন কি।

#### অনুবাদ

তাঁদের প্রাণশক্তিকে পুনরায় প্রাপ্ত হয়ে, যশোদা, রোহিণী, নন্দ ও অন্যান্য সকল গোপরমণী ও গোপেরা কৃষ্ণের কাছে গেলেন। হে কৌরব, এমন কি শুঙ্খ বৃক্ষগুলিও জীবন ফিরে পেয়েছিল।

### শ্লোক ১৬

রামশচাচ্যুতমালিঙ্গ্য জহাসাস্যানুভাববিঃ ।  
প্রেমণা তমক্ষমারোপ্য পুনঃ পুনরুদ্দৈক্ষত ।  
গাবো বৃষা বৎসতর্যো লেভিরে পরমাং মুদম্ ॥ ১৬ ॥

রামঃ—শ্রীবলরাম; চ—এবং; অচ্যুতম—অচ্যুত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে; অলিঙ্গ্য—আলিঙ্গন করে; জহাস—হাসলেন; অস্য—তাঁর; অনুভাব-বিঃ—সর্বশক্তিমন্ত্র ভালভাবে জেনে; প্রেমণা—প্রেমবশত; তম—তাঁকে; অঙ্গম—তাঁর নিজের কোলে; আরোপ্য—তুলে ধরে; পুনঃ পুনঃ—বারে বারে; উদ্দৈক্ষত—নিরীক্ষণ করছিলেন; গাবঃ—গাভীসকল; বৃষাঃ—বৃষগণ; বৎসতর্যঃ—স্ত্রীবৎসগণ; লেভিরে—তারা লাভ করেছিল; পরমাম—পরম; মুদম—আনন্দ।

#### অনুবাদ

কৃষ্ণের শক্তির প্রভাব ভালভাবে অবগত হয়ে, শ্রীবলরাম তাঁর অচ্যুত ভাতাকে আলিঙ্গন করে হাসলেন। গভীর স্নেহবশত বলরাম কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে বারংবার তাঁর দিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। গভী, বৃষ ও স্ত্রী-বৎসরাও পরম আনন্দ লাভ করেছিল।

## শ্লোক ১৭

নন্দং বিপ্রাঃ সমাগত্য গুরবঃ সকলত্রকাঃ ।

উচুন্তে কালিয়গ্রন্তো দিষ্ট্যা মুক্তস্তবাত্তজঃ ॥ ১৭ ॥

নন্দম—নন্দ মহারাজকে; বিপ্রাঃ—ব্রাহ্মণেরা; সমাগত্য—সমাগত হয়ে; গুরবঃ—গুরুজনেরা; সকলত্রকাঃ—তাঁদের পত্নীগণ সহ; উচুঃ—বললেন; তে—তাঁরা; কালিয়গ্রন্তঃ—কালিয় দ্বারা কবলিত; দিষ্ট্যা—ভাগ্যবশত; মুক্তঃ—মুক্ত; তব—তোমার; আত্ম-জঃ—পুত্র।

## অনুবাদ

পত্নীগণ সহ সকল শ্রদ্ধেয় ব্রাহ্মণেরা নন্দ মহারাজকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, “তোমার পুত্র কালিয় দ্বারা কবলিত হয়েছিল, কিন্তু ভাগ্যবশত সে এখন মুক্ত।”

## শ্লোক ১৮

দেহি দানং দ্বিজাতীনাং কৃষ্ণনিমুক্তিহেতবে ।

নন্দঃ প্রীতমনা রাজন্ গাঃ সুবর্ণং তদাদিশৎ ॥ ১৮ ॥

দেহি—তোমার দেওয়া উচিত; দানম—দান; দ্বিজাতীনাম—ব্রাহ্মণদের; কৃষ্ণ-নিমুক্তি—কৃষ্ণের সুরক্ষার; হেতবে—উদ্দেশ্যে; নন্দঃ—নন্দ মহারাজ; প্রীত-মনাঃ—সন্তুষ্টচিত্তে; রাজন—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; গাঃ—গাভী; সুবর্ণম—স্বর্ণ; তদা—তখন; আদিশৎ—দিলেন।

## অনুবাদ

তার পর ব্রাহ্মণগণ নন্দ মহারাজকে উপদেশ দান করলেন, “তোমার সন্তান কৃষ্ণের সকল সময়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য ব্রাহ্মণদের তোমার দান করা উচিত।” হে রাজন, নন্দ মহারাজ তখন অত্যন্ত সন্তুষ্টচিত্তে তাঁদেরকে গাভী ও স্বর্ণ উপহার দিলেন।

## শ্লোক ১৯

যশোদাপি মহাভাগা নষ্টলক্ষ্মণ্জা সতী ।

পরিষৃজ্যাক্ষমারোপ্য মুমোচাশ্রকলাং মুহুঃ ॥ ১৯ ॥

যশোদা—মা যশোদা; অপি—ও; মহা-ভাগা—মহা ভাগ্যবতী; নষ্ট—হারানো; লক্ষ্মণ—পুনরায় লাভ করলেন; প্রজা—তাঁর সন্তানকে; সতী—সতী; পরিষৃজ্য—

আলিঙ্গন করে; অঙ্গ—তাঁর কোলে; আরোপ্য—তুলে নিয়ে; মুমোচ—মোচন করলেন; অশ্রু—অশ্রু; কলাম—জলধারা; মৃহঃ—বারংবার।

### অনুবাদ

মহা ভাগ্যবতী মা যশোদা তখন তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পেয়ে তাঁকে তাঁর কোলে বসালেন। সেই সতী নারী তাঁকে বারংবার আলিঙ্গন করে নিরন্তর অশ্রুধারা মোচন করতে করতে ক্রম্বন করছিলেন।

### শ্লোক ২০

তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তড়ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ ।  
উষুর্বজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ ॥ ২০ ॥

তাম—সেই; রাত্রিম—রাত্রি; তত্র—সেখানে; রাজেন্দ্র—হে রাজশ্রেষ্ঠ; ক্ষুৎ-ত্তড়ভ্যাম—ক্ষুধা ও ত্তৃষ্ণায়; শ্রম—এবং ক্লান্তিতে; কর্ষিতাঃ—দুর্বল হচ্ছিলেন; উষুঃ—তাঁরা থেকে গেলেন; ব্রজৌকসঃ—বৃন্দাবনবাসীরা; গাবঃ—এবং গাভীরা; কালিন্দ্যাঃ—যমুনার; উপকূলতঃ—তীরে।

### অনুবাদ

হে রাজেন্দ্র [পরীক্ষিঃ], বৃন্দাবনবাসীরা যেহেতু ক্ষুধা, ত্তৃষ্ণা ও ক্লান্তিতে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, তাই তাঁরা ও গাভীরা যেখানে ছিলেন, সেই কালিন্দীর তীরেই রাত্রি অতিবাহিত করলেন।

### তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী নির্দেশ করেছেন যে, যদিও মানুষেরা ক্ষুধা ও ত্তৃষ্ণায় দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন, কিন্তু তাঁরা কেউই উপস্থিত গাভীদের থেকে দুধ পান করেননি, কারণ তা সপুরিয়ে দুষ্পিত হতে পারে ভেবে তাঁরা ভীত ছিলেন। বৃন্দাবনবাসীরা তাঁদের আদরের ক্ষণকে ফিরে পেয়ে আনন্দে এতই আত্মহারা ছিলেন যে, তাঁরা তাঁদের গৃহে ফিরে যেতে চাননি। তাঁরা কৃষ্ণের সঙ্গে যমুনার তীরেই থাকতে চেয়েছিলেন যাতে তাঁরা সর্বক্ষণ তাঁকে দেখতে পারেন। তাই তাঁরা নদীতটৈর সঞ্চিকটে বিশ্রাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

### শ্লোক ২১

তদা শুচিবনোক্ততো দাবাগ্নিঃ সর্বতো ব্রজম্ ।  
সুপ্তঃ নিশ্চীথ আবৃত্য প্রদক্ষিমুপচক্রমে ॥ ২১ ॥

তদা—তখন; শুচি—গৌণ্ঠের; বন—বনে; উত্তৃতঃ—উত্তৃত; দাব-অগ্নিঃ—দাবানল; সর্বতঃ—চতুর্দিকে; ব্রজম্—বৃন্দাবনবাসীদের; সুপ্তম—ঘুমন্ত; নিশ্চিথে—মধ্য রাত্রিতে; আবৃত্য—পরিবেষ্টিত করে; প্রদক্ষিণ—দক্ষ করতে; উপচক্রমে—শুরু করল।

### অনুবাদ

রাত্রিতে যখন সকল বৃন্দাবনবাসী ঘুমিয়ে ছিল, তখন শ্রীগুরুকালীন শুঙ্খ বনে দাবানল জলে উঠল। সেই আগুন ব্রজবাসীদের চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করে তাঁদের দক্ষ করতে শুরু করল।

### তাৎপর্য

শ্রীল সনাতন গোস্বামী ও শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেছেন যে, সন্তবত কালিয়ের কোনও বিশ্বস্ত বন্ধু দাবানল রূপ ধারণ করে তার বন্ধুর হয়ে প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল অথবা দাবানলটি ছিল কংসের অনুগত কোনও অসুরের সৃষ্টি।

## শ্লোক ২২

**তত উত্থায় সন্ত্বান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ ।**

**কৃষ্ণং যযুন্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্঵রম् ॥ ২২ ॥**

তত—তখন; উত্থায়—উথিত হয়ে; সন্ত্বান্তাৎ—উদ্বিগ্নপ্রস্ত হলেন; দহ্যমানাঃ—দক্ষপ্রায়; ব্রজৌকসঃ—ব্রজবাসীগণ; কৃষ্ণম—কৃষ্ণের কাছে; যযুঃ—গেলেন; তে—তাঁরা; শরণম—আশ্রয়ের জন্য; মায়া—তাঁর শক্তির দ্বারা; মনুজম—মানুষের মতো আবির্ভূত হয়ে; ঈশ্বরম—পরমেশ্বর ভগবান।

### অনুবাদ

বৃন্দাবনবাসীগণ তখন উথিত হয়ে দাবানলে তাঁদের দক্ষ হওয়ার আশঙ্কায় সন্ত্বস্ত হয়ে উঠলেন। তাই তাঁরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করলেন, যিনি তাঁর চিন্ময় শক্তির দ্বারা সাধারণ এক মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হয়েছেন।

### তাৎপর্য

শ্রুতি অথবা বৈদিক মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে, স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা মায়াখ্যয়া—“মায়া নামক ভগবানের নিত্যশক্তি তাঁর স্বরূপজাত”। তাই পরমেশ্বর ভগবানের শাশ্বত চিন্ময় দেহে অনন্ত শক্তি বিরাজমান, যা সর্বজ্ঞ পরম-তত্ত্বের ইচ্ছানুযায়ী সমগ্র অস্তিত্বে অনায়াসে দক্ষতার সঙ্গে ক্রিয়াশীল। বৃন্দাবনবাসীরা এই ভেবে কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, “এই সৌভাগ্যবান বালক নিশ্চয়ই আমাদের রক্ষার জন্য ভগবানের দ্বারা ক্ষমতার অধিকার প্রাপ্ত।” তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের জন্ম মহোৎসবে বলা মহর্ষি গর্গমুনির কথা স্মরণ করেছিলেন—অনেন সর্বদুর্গাণি যুয়মঞ্জুরিয্যথ, “এর

শক্তিতে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে তোমরা অন্যায়ে সক্ষম হবে।” (ভাগবত ১০/৮/১৬) তাই কৃষ্ণের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসভাজন বৃন্দাবনবাসীরা দাবানল দ্বারা আশক্তি আসন্ন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

### শ্লোক ২৩

**কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ হে রামামিতবিক্রম ।**

এয় ঘোরতমো বহিস্ত্রাবকান্ গ্রসতে হি নঃ ॥ ২৩ ॥

কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ; মহা-ভাগ—হে সকল ঐশ্বর্যের ঈশ্বর; হে রাম—হে সকল আনন্দের উৎস ভগবান বলরাম; অমিতবিক্রম—অনন্ত বিক্রমশালী; এষ—এই; ঘোরতমঃ—অত্যন্ত ভয়ঙ্কর; বহিঃ—আগুন; ভাবকান্—যাঁরা আপনারই; গ্রসতে—গ্রাস করছে; হি—নিশ্চিতরূপে; নঃ—আমাদের।

### অনুবাদ

[বৃন্দাবনবাসীরা বললেন—] কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, হে সকল ঐশ্বর্যের অধিপতি! হে অনন্ত বিক্রমশালী রাম! এই অত্যন্ত ভয়ঙ্কর অগ্নি আপনার ভক্ত আমাদের প্রায় গ্রাস করতে চলেছে!

### শ্লোক ২৪

**সুদুরাঙ্গঃ স্বান্ পাহি কালাগ্নেঃ সুহৃদঃ প্রভো ।**

ন শক্রমস্তুচরণং সন্ত্যজ্ঞমকুতোভয়ম् ॥ ২৪ ॥

সুদুরাঙ্গ—দুরতিক্রম্য থেকে; নঃ—আমাদের; স্বান্—তোমার স্বীয় ভক্তদের; পাহি—অনুগ্রহ করে রক্ষা কর; কাল-অগ্নেঃ—মৃত্যুসম অগ্নি থেকে; সুহৃদঃ—তোমার সুহৃদদের; প্রভো—হে প্রভো; ন শক্রমঃ—আমরা অক্ষম; ত্বৎ-চরণম—তোমার চরণ; সন্ত্যজ্ঞম—ত্যাগ করতে; অকুতোভয়ম—যা সকল ভয় দূর করে।

### অনুবাদ

হে প্রভো, আমরা তোমার সুহৃদ ও ভক্ত। দয়া করে এই দুর্জ্যনীয় কালাগ্নি থেকে আমাদের রক্ষা কর। আমরা কখনই তোমার পাদপদ্ম পরিত্যাগ করতে পারব না, যা সমস্ত ভয় দূর করে।

### তাৎপর্য

বৃন্দাবনবাসীরা কৃষ্ণকে বললেন, “এই মারাত্মক অগ্নি যদি আমাদেরকে আচ্ছন্ন করে, তা হলে তোমার পাদপদ্ম থেকে আমরা বিছিন্ন হয়ে পড়ব এবং সেটি আমাদের

পক্ষে অসহনীয়। অতএব, অনুগ্রহ করে আমাদের রক্ষা কর যাতে আমরা তোমার  
পাদপদ্মের সেবা করে যেতে পারি।”

### শ্লোক ২৫

ইখং স্বজনবৈক্রব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরঃ ।  
তমগ্নিমপিবত্তীর্বমনন্তোহনন্তশক্তিধৃক् ॥ ২৫ ॥

ইখং—এভাবেই; স্বজন—তাঁর নিজ ভক্তদের; বৈক্রব্যং—সন্তুষ্ট অবস্থা; নিরীক্ষ্য—  
দর্শন করে; জগৎস্ত্রীশ্বরঃ—জগতের ঈশ্বর; তম—সেই; অগ্নি—অগ্নি; অপিবৎ—  
পান করেছিলেন; তীর্ব্বম—ভয়ঙ্কর; অনন্তঃ—অনন্ত ভগবান; অনন্তশক্তিধৃক—অনন্ত  
শক্তিধর।

### অনুবাদ

তাঁর ভক্তদের অভ্যন্ত সন্তুষ্ট দর্শন করে, অনন্ত জগদীশ্বর ও অনন্ত শক্তিধর শ্রীকৃষ্ণ  
তখন সেই ভয়ঙ্কর দাবানল পান করলেন।

ইতি শ্রীমদ্বাগবতের দশম স্কন্দের ‘কালিয়ের ইতিহাস’ নামক সপ্তদশ অধ্যায়ের  
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত আশী প্রভুপাদের দীনহীন  
দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।